ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন

ড. মাহবুবা রহমান

আমরা বিশ্বের দরবারে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি প্রায় ৩১ বছর। কিন্তু আমাদের দেশের যতটা উন্নতি হওয়ার দরকার ছিল ততটা আমরা করতে পারিনি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারিনি। তাদের মধ্যে নৈতিকতার লেশমাত্র নেই। দেশের সর্বত্র দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। যার ছোবল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও রক্ষা পায়নি। তবুও বলব, এর মধ্যে থেকেই কিছু ছেলে-মেয়ে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করছে যার সংখ্যা খুবই কম, গণনার মধ্যে পড়ে না।

সমাজের প্রায় সর্বত্রই উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি লেগেই আছে। এর সব কিছুর মূলেই রয়েছে নৈতিক শিক্ষার অভাব। চারিদিকে তাকালে আমার কাছে অবাক লাগে, আমরা এ কোন যুগে বসবাস করছি? ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে দেখতে পাই, জাহেলিয়া যুগে অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে মানুষের মধ্যে যে আচরণ পরিলক্ষিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী অরাজকতা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সভ্য সমাজে। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাচ্ছি অমানবিক আচরণ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন। এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই অরাজকতা।

এহেন পরিবেশে কোন পিতা-মাতাই তার সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। তাছাড়া বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। কিন্তু যে হারে জনগণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে উচ্চ শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে সরকার পরিচালিত হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি বেসরকারীভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোতে সাধারণ লোকদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো আকাশের চাঁদ হাতে ধরার মত অর্থাৎ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ ব্যয়বহুল। যেখানে কেবল বড়লোকের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে আর সাধারণ ছেলে-মেয়েদের কাছে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সীমিত হওয়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এর কারণে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নানারকম অরাজকতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান

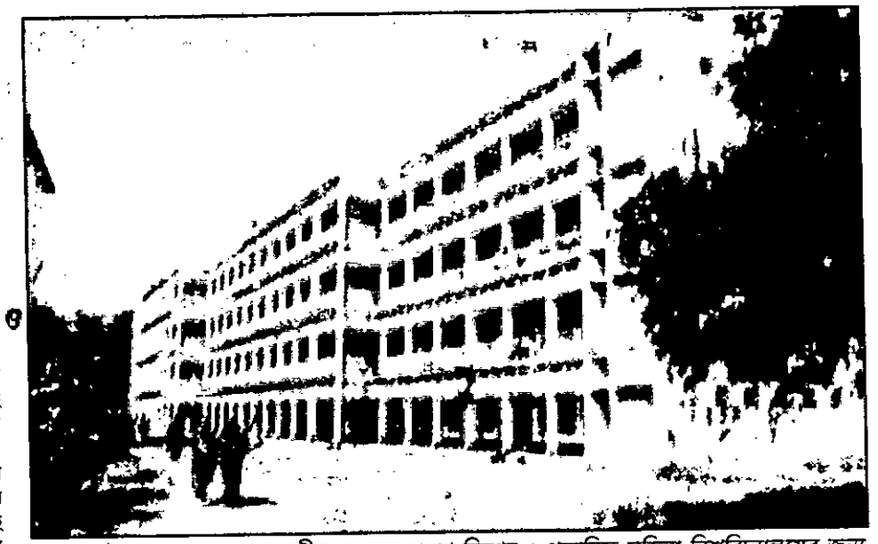

ঢাকার ইডেন কলেজ একাডেমীক ভবনের অংশ বিশেষ ঃ প্রস্তাবিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইডেন কলেজকে সামনে রাখছেন অনেকেই।

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অভিভারক মেয়েদের সহশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখছেন। যার ফলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে আমি মাত্র একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কয়েক বছর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা দেশবাসী জানেন। সেখানে মেয়েদের এমনি জঘন্যভাবে অপদস্ত করা হয়েছে যা কোন সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায় না। এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি পিতা-মাতাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই এ কথাগুলো মনে পড়লে কোন পিতামাতাই তার মেয়েদের সহশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তবুও যে পড়ছে না তা আমরা বলব না। কেননা যেহেতু বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য কোন পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় নেই তাই তারা বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েদের সেখানে পড়াচ্ছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। কাজেই তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও আলোর সন্ধান দেখতে পাচ্ছি। ইতোমধ্যে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছেন। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বেতন মওকুফ করেছেন এবং মেধাবী ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। গত ১০-১০-০২ তারিখ রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী পাঁচটি কলেজকে অচিরেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। এটা দেশবাসীর জন্য একটি সুখবর। শিক্ষার জন্য সরকারের এসব কর্মসূচী জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, অধিকাংশ ছাত্রী ও অভিভাবককে বলতে শুনেছি আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রতিষ্ঠিত হয় না? তাহলে নিশ্চিন্তে আমাদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে পারতাম। আমি আমার এই লেখার মাধ্যমে ছাত্রীদের এবং অভিভাবকগণের পক্ষ থেকে আমাদের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি, তিনি যে পাঁচটি কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছেন তার মধ্য থেকে অন্তত একটি কলেজ যেন মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যার মাধ্যমে মেয়েরা কিছুটা হলেও নিরাপত্তার সাথে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যেহেতু এ যাবৎ বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগে মেয়েদের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেহেতু মেয়েদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকাতেই থাকা দরকার। যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রীরা এখানে পড়াশোনার সুযোগ পায়। তাই ঢাকাস্থ ইডেন কলেজটিকে মেয়েদের জন্য একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করলে ভাল হবে। মেয়েদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীদের জন্য শিক্ষার যে দ্বার উন্মোচন করেছেন তা পরিপূর্ণতা অর্জন করবে। এ জন্য দেশের জনগণ আজীবন তাঁকে বর্তমান যুগের নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে স্বরণ করবে।

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক
লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা।